OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 47 - 53
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 47 - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

সুবিমল রায়ের ‘পিয়ারী সেতু’ গল্প : বাঙালি ও আদিবাসী জনজাতির সম্প্রীতির নিরিখে

ড. চাঁদমালা খাতুন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: khatun.chandmala@gmail.com

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Tripura, Bengali, tribal, harmony, mountains, plains.

Abstract
The Bengali nation is not limited to West Bengal alone. Bengali nations live in various parts of India. During the partition, uprooted Bengali Hindus from East Bengal fled to places like Assam, Tripura, West Bengal, etc. However, in North East India, the number of Bengali nations is relatively higher in Assam and Tripura. A total of 19 tribal communities live in Tripura. In Tripura, tribal communities and Bengalis have been living side by side for a long time. As a result of living side by side, both have benefited from each other. Just as the tribal communities have learned the method of growing crops on flat land from the Bengalis, the Bengalis have also learned various types of crafts from the tribals. Each community has its own culture. As a result of the long-term coexistence of Bengalis and tribal communities, a mixed culture has developed, as well as a bond of harmony can be observed. Subimal Roy, one of the most famous storytellers of Tripura, has skill fully highlighted the aspect of harmony between Bengalis and tribals in the story 'Piyari Setu'.

Discussion

উত্তর-পূর্ব ভারত ‘সেভেন সিস্টার’ বা ‘সাত বোনের’ রাজ্য নামে পরিচিত। আবার উত্তর পূর্ব ভারত তৃতীয় ভুবন নামেও পরিচিত। আর এই তৃতীয় ভুবনের একটি রাজ্য হল ত্রিপুরা। ত্রিপুরা ভারতের একটি প্রত্যন্ত রাজ্য হলেও এখানে রাজন্যবর্গের আনুকূল্যে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার বাতাবরণ বহুকাল পূর্বেই গড়ে উঠেছিল। বাংলা গদ্যের বিকাশে ত্রিপুরার অবদান স্মরণীয়। নানা অশান্তি ও বিদ্বেষের মধ্যে বাঙালি নিজেদের ভাষা ও সাহিত্যকে লেখনির মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। উত্তর পূর্ব ভারত তথা ত্রিপুরার সাহিত্যিকরা দীর্ঘদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস গতিতে বাংলা কাব্য-কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক ও কথাসাহিত্যের চর্চা করে চলেছেন।

বাংলা সাহিত্যের মূল ধারাতে উনিশ শতকের ছয়ের দশকে যথার্থ উপন্যাস রচনা শুরু হলেও, এমনকি ১৮৬৫-১৮৭৮ এর মধ্যে বাংলা উপন্যাস সার্থক রূপ পেলেও, সার্থক ছোটগল্প উনিশ শতকের শেষ দিকে রচিত হয়েছে। আর ত্রিপুরায় বাংলা ছোটগল্প রচনা শুরু হয় বেশ দেরিতে, ১৯৩০ সালে। ১৯৩০-১৯৫০ এ সময় পর্বে কয়েকজন লেখক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 47 - 53
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিচ্ছিন্নভাবে দু'একটি করে গল্প লিখেছেন। ১৯২৪ সালে 'রবি' পত্রিকায় প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় দিনেন্দ্রকুমার রায়ের 'নিষ্কৃতি' নামক একটি গল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। তথ্যের ভিত্তিতে 'নিষ্কৃতি' ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত প্রথম ছোটগল্প। তবে ১৯৩০ সালে 'রবি' পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় অজিতবন্ধু দেববর্মার 'দায়মুক্ত' গল্পটিকে ত্রিপুরায় রচিত প্রথম ছোটগল্প বলেছেন অনেকেই। অধ্যাপক নির্মল দাশ তাঁর 'উত্তরপূর্বের বাঙলা ছোটগল্প বীক্ষণ এক (পর্ব ত্রিপুরা)' গ্রন্থের ভূমিকাতেও 'রবি' পত্রিকায় প্রকাশিত অজিতবন্ধু দেববর্মার 'দায়মুক্ত' গল্পটিরই উল্লেখ করেছেন। যদিও এর আগে ১৯২৮ সালে 'রবি' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রী অরুনের 'যৌবন জাগরণ' গল্প এবং ১৯২৯ সালে 'দুঃখের কাটা' ও 'শুভ গ্রাম' গল্প দুটি প্রকাশিত হয়। এছাড়া ১৯৩৪ সালে রাজ্যেশ্বর মিত্রের 'স্যামসন বকস' নামে একটি গল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময়ে 'পূবালী' নামে একটি সাময়িক পত্রে সতীশ দেববর্মার 'কেরানির অপরাধ', বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'মায়াপুরী' গল্প প্রকাশিত হয়। তাছাড়া ঐ একই সময়ে 'ত্রিপুরা' নামক একটি, সাময়িক পত্রে মুরারী ঘোষ, বিনোদলাল বন্দোপাধ্যায়, রাজ্যেশ্বর মিত্র প্রমুখ গল্পকারদের গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি আজ দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং 'যৌবন জাগরণ' গল্পটিই ত্রিপুরার প্রথম বাংলা ছোটগল্প হিসাবে ধরা যেতে পারে। তবে সার্থক ছোটগল্প লেখা হয় অনেক পরে, পাঁচের দশকে। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে ত্রিপুরায় গল্প লেখা শুরু হয় ১৯৫০ এর পর থেকে।

ত্রিপুরার একজন প্রখ্যাত গল্পকার সুবিমল রায়। ১৯৩৬ সালে অবিভক্ত বাংলার ত্রিপুরা জেলার ইব্রাহিম গ্রামে সুবিমল রায় জন্মগ্রহণ করেন। স্কুল ও কলেজ জীবন কেটেছে বিভিন্ন জায়গায় যথাক্রমে গ্রামে, কলকাতায় ও আগরতলায়। বিজ্ঞানের স্নাতক। কলেজ জীবন থেকে তিনি গল্প লিখতে শুরু করেন। ত্রিপুরার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন গল্পসংকলনে তাঁর শতাধিক গল্প প্রকাশিত হয়েছে। ৬০ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি সাহিত্য রচনা করে চলেছেন। আগরতলায় মহারাজা বীর বিক্রম কলেজে পড়াশোনা চলাকালীন কলেজ পত্রিকা 'প্রাচী'তে ১৯৫৭ সালে 'মার' গল্প প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলি—'বিবর্ণ আবির', 'মানচিত্র এবং অন্যান্য গল্প', 'আত্মজ' ও 'যাত্রী' ইত্যাদি। ত্রিপুরার গল্পকারদের মধ্যে সর্বপ্রথম গল্পসংকলন বের হয় সুবিমল রায়ের 'বিবর্ণ আবির' গল্পগ্রন্থটি। সঙ্গীত ও কারুশিল্পের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ রয়েছে। তাঁর রচিত মৌলিক গ্রন্থ 'আগরতলায় রবীন্দ্র সংগীত চর্চা' এবং ত্রিপুরায় শিল্প পাঠক পাঠিকা মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। সুবিমল রায় একজন রবীন্দ্র সংগীত শিল্পীও বটে।

গল্পকার সুবিমল রায় একজন সমাজ সচেতন লেখক। তাঁর গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সাহিত্য তথা গল্পে আর্থ-সামাজিক সমস্যার কথা যেমন রয়েছে, তেমনি নরনারীর সম্পর্কের জীবন জটিলতার প্রসঙ্গের কথাও আছে। আবার মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন যন্ত্রণার চিত্রও তাঁর গল্পে উঠে এসেছে। এছাড়া দরিদ্র ও নিঃস্ব অসহায় মানুষদের বেঁচে থাকার জন্য যে কঠিন ও কঠোর সংগ্রাম তার চিত্র তিনি তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি— বিন্দু বিন্দু, সন্ধ্যা তারার আলো ও জীবন বৃত্ত, আত্মজ, ঈশ্বরের নবজন্ম, আকাশ প্রদীপ, যাত্রী, বিচার, বসতি, চেনা অচেনা, ঝড়ের মানুষ, প্রেম প্রকৃতি, বন্দী সনাতন, নোঙ্গর, বিপন্ন ঈশ্বর, পিয়ারী সেতু, সেই মিছিল, সমতা, অমাবস্যার জোয়ার ও মরাগাঙ ইত্যাদি।

গল্পকার সুবিমল রায়ের 'যাত্রী' গল্পসংকলনের একটি চমৎকার গল্প 'পিয়ারী সেতু'। আলোচ্য গল্পে বাঙালি ও আদিবাসী দুই ভিন্ন জাতির সম্প্রীতির সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। 'পিয়ারী সেতু' শব্দের অর্থ ভালোবাসার সেতু। এই পিয়ারী সেতু সমতল ও পাহাড়কে ভালোবাসার সূত্রে বেঁধে রেখেছে। পিয়ারী সেতুটি বিষ্ণুছড়ার উপর নির্মিত। বিষ্ণুছড়াটি পূর্ব হিমালয়ের দক্ষিণমুখী পাহাড় শ্রেণির কোনো একটি পাহাড়ের অন্ধকারের উৎস থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সমতল ও পাহাড়ের সীমানা ধরে বিষ্ণুছড়াটি বইয়ে চলেছে। বিষ্ণুছড়াটি বেশ প্রশস্ত। বিষ্ণুছড়াটি এখানকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে সমতল ও পাহাড়ে বিভক্ত করেছে। বিষ্ণুছড়ার উপর নির্মিত পিয়ারী সেতুটির বর্ণনা লেখকের ভাষায়—

> "কংক্রিটের সেতু নয়। কাঠের সেতু। তবে বেশ শক্ত সেতু। খুঁটিগুলো সবল। বুকের পাটাতনগুলো পুরু, দু পাশের রেলিং বেশ মজবুত। পাটাতনের ভাঁজে ভাঁজে এবং রেলিঙের স্তরে স্তরে লাল, গেরুয়া, সাদা, সবুজ রং দিয়ে নকসা করা হয়েছে।"[১]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 47 - 53
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিষ্ণুছড়ার উপর নির্মিত পিয়ারী সেতুটির নির্মাণ কাজে তত্ত্বাবধান করেছে সমতলের ৬২ ঘর গ্রামের সনাতন সরকার ও পাহাড়ের রাম চৌধুরী পাড়ার সুমন্ত রিয়াং। পিয়ারী সেতুটি শুধু মজবুত নয়, সুন্দরও বটে। এই সেতুর উপর দিয়ে ট্রাক চলে না। আবার অতি ব্যস্ত কর্মীদের নিয়ে দানবের মতো কোনো গাড়িও চলে না। কেবল এই সেতুর উপর দিয়ে পাহাড় ও সমতলের মানুষেরা হেঁটে যাতায়াত করে। কখনো সময় থাকলে যাওয়া আসার পথে পরিচিতর সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলে খানিকটা সময় ব্যায় করে।

বিষ্ণুছড়ার উপর শ'পাঁচেক বছর আগে কোনো সেতু ছিল না। এমনকি গোটা এলাকায় কোনো জনবসতি ছিল না। সেই সময় এই এলাকাটি আদিম অরণ্যে ঢাকা ছিল। বন্য প্রাণীরা যে যার খুশি মতো বনে ঘুরে বেড়াত। মনের আনন্দে এই সকল বন্যপ্রাণী সকাল সন্ধ্যায় বিষ্ণুছড়ায় গিয়ে জল খেত। হঠাৎ একদিন সুমন্ত রিয়াং-এর পূর্বপুরুষেরা পুবের বহু পাহাড় ডিঙিয়ে, গভীর অরণ্যের দুর্গম পথ ধরে শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুছড়ার বাম পাহাড়ে এসে উপস্থিত হয়। এই জায়গাটা তাদের ভালো লাগে। কারণ পাহাড়ের পুবের ঢালু উপত্যকা জুম চাষের উপযোগী। নির্জন অরণ্য ভূমিতে মানুষের আগমনে যে ছন্দ পতন ঘটে তা লেখকের বর্ণনায়—

> "মানুষের প্রথম পদধ্বনি শুনে সমস্ত বনভূমি সচকিত হয়ে উঠে। বন্যপ্রাণীরা জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ হারায়। ধ্যানস্থ প্রকৃতির মুখ বেদনায় রক্তিম হয় যখন নবাগত মানুষগুলো গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে আগুন ধরিয়ে দেয়।"[২]

তবে আগন্তুক মানুষেরা এই পাহাড়ে বেশি দিন থাকেনি। তারা তাদের পিতৃভূমিতে কয়েক বছরের মধ্যেই ফিরে যায়। তবে বহু বছর পর আবার তারা তাদের ভালোলাগা পাহাড়ে ফিরে আসে। এবার তারা সেখানে শক্ত করে টংঘর নির্মাণ করে। উলুছন দিয়ে ছাউনি দেয়। টংঘরের অদূরে ছায়ার জন্য গাছ-গাছালি লাগাই। সেখানে তারা বাড়িতে পশু পাখি পোষে। জুম চাষ করে ফসল ঘরে তোলে। অবসর সময়ে তারা নাচ, গানে মেতে থাকে এবং পাহাড়ে খুশির আমেজ বহন করে আনে। তারা বিষ্ণুছড়ার তীরে গিয়ে মা গঙ্গার পুজো দেয় এবং পিতৃপুরুষের উদ্দ্যেশে জল দান করে। এইভাবে বিষ্ণুছড়ার বাম তীরের জীবন স্রোত নিস্তরঙ্গভাবে আপন খাতে বয়ে চলে।

আর বিষ্ণুছড়ার ডানদিকে যে সমতল ভূমি রয়েছে সেখানে মনসুর আলী নামে এক বণিক বানিজ্য করতে আসে। একসময় উজান গোমতীর তীরের এক ঘাটে এসে নৌকো বাঁধে এবং ঘুরতে ঘুরতে বিষ্ণুছড়ার ডান তীরের সমতলের প্রান্তে চলে আসে। মনসুর আলী এসে প্রত্যক্ষ করে যে, এখানে জল ও জমি আছে কিন্তু কোনো জনমুনিষ্যি নেই। মনসুর আলী সিদ্ধান্ত নেয়, এখানে থেকে যাবে। একসময় মনসুর আলীর টানে তার আত্মীয়-স্বজনেরাও চলে আসে। ফলে বিষ্ণুছড়ার ডান দিকের সমতল ভূমিতেও জনপদ গড়ে ওঠে। মনসুর আলী ও তার আত্মীয়-স্বজনেরা বিষ্ণুছড়ার তীরে যায় মাছ ধরতে, সাঁতার কাটতে ও নামাজ পড়তে। কিন্তু এরা বিষ্ণুছড়ার বাম তীরে যায় না। এদের ধারণা বিষ্ণুছড়ার বাম তীরের পাহাড়ে মানুষ গেলে আর কখনো ফেরে না। তবে মনসুর আলীর সঙ্গে সুমন্ত রিয়াং এর পূর্বপুরুষের বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে দুই তীর থেকে। কিন্তু এক পক্ষ অন্য পক্ষের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়েছে। কেননা চেহারা, ভাষা, পোশাক, ভাবভঙ্গি, নাচ-গান ও পূজা-পার্বন সমস্ত কিছুই একে অপরের থেকে পৃথক। উভয় উভয়কে অন্য গ্রহের মানুষ বলে মনে করে। অনেকবার দেখা হলেও দু'পক্ষের মধ্যে কোনো কথা কখনো হয়নি। এমনকি ভাবভঙ্গিতেও একে অপরকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করেনি। প্রতিবারই তারা যে পথে এসেছে সেই পথেই তারা আবার নিজেদের স্থানে ফিরে গেছে।

আলোচ্য 'পিয়ারী সেতু' গল্পে মনসুর আলীর বংশধরেরা অনুভব করে যে, সমতল ও পাহাড়ের মধ্যে কোনো সীমানা নেই। বিষ্ণুছড়ার এই দুই তীর-ই অনাদিকাল থেকে একে অপরকে স্পর্শ করে রয়েছে। মনসুর আলী ও তার বংশধরদের চোখে পড়ে বর্ষায় আকাশের একই মেঘ খণ্ড যেমন পাহাড় ও সমতলকে ঘিরে ধরে তেমনি একই সঙ্গে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা বৃষ্টির জল সমতলকেও ধৌত করে। আবার সূর্যের রোদ পাহাড় ও সমতলে একই সাথে নেমে আসে। তাই অপরিচিতির পর্দা তুলে ফেলার জন্য তারা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। একদিন মনসুর আলীর বংশধরেরা বিষ্ণুছড়ার বুকে গাছের সরু কাণ্ড আড়াআড়িভাবে দিয়ে দুই তীরকে যুক্ত করে দেয়। কয়েকজন তার উপর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 47 - 53
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দিয়ে হেঁটে বাম পাড়ে পৌঁছায়। আগন্তুকদের দেখে পাহাড়িরা প্রথমে হকচকিয়ে যায়। পরে পাহাড়িরা তাদের অভ্যর্থনা জানায় এবং সুমন্ত রিয়াং-এর পিতামহের কাছে নিয়ে যায়। সুমন্ত রিয়াং-এর পিতামহ মনসুর আলীর বংশধরদের সাথে বিষ্ণুছড়ার তীরে এসে গাছের কাণ্ড দিয়ে যুক্ত করা পুলটি দেখে এবং বলে—

> "এত সরু সেতুতে হবে না। ছড়াটি অনায়াসে এবং নিশ্চিন্তে পার হওয়ার জন্য আরও বড়ো ও মোটা গাছের কান্ডর দরকার। মোটা গাছের সার ভালো। ক্ষয় পায় কম।"[৩]

বিষ্ণুছড়ার উপর সেতু তৈরি করে সমতল ও পাহাড় এই দুই পাড়ের দুই ভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন বা মেলবন্ধন গড়ে ওঠে।

আলোচ্য 'পিয়ারী সেতু' গল্পে দেখা যায় মনসুর আলী ও তার বংশধরেরা পূর্বপুরুষের পূণ্য ভূমিতে ফিরে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। বিষ্ণুছড়ার চারপাশের জগতে সমস্ত কিছু থাকলেও নেই কেবল সকাল সন্ধ্যায় আজানের পবিত্র ধ্বনি। সেই সুমধুর ধ্বনি শোনার জন্য তারা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত তারা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। সুমন্ত রিয়াং-এর পিতামহের কাছে বিদায় জানাতে গিয়ে বলে—

> "বিষ্ণুছড়ার উপর ফেলে রাখা কান্ডটি পাহাড়ীদের। সে যেন সেটি তুলে পাহাড়ে নিয়ে যায়।"[৪]

মনসুর আলী ও তার বংশধরদের চলে যাওয়াকে পাহাড়িরা মেনে নিতে পারছে না। কেননা তাদের মধ্যে একটা বন্ধন তৈরি হয়েছে। সেই বন্ধন হল ভালোবাসার বন্ধন। কিন্তু ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন করে কেউ চলে গেলে কষ্ট হয়। তেমনি সুমন্ত রিয়াং বিদায় ব্যথায় কাতর হয়ে মনসুর আলীর বংশধরদের বলে—

> "সে গাছের কান্ডর সেতুটি তুলে নেবে না। এটি পেতে রাখবে অন্য কোনও আগন্তুকদের জন্য।"[৫]

আসলে পাহাড়ি ও সমতলের মানুষদের মধ্যে সখ্যতা তৈরি হয়েছিল। একে অপরের মধ্যে ভাব বিনিময়, আসা-যাওয়া ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মনসুর আলী ও তার বংশধরদের চলে যাবার সিদ্ধান্তে পাহাড়িদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু তারা আশাবাদী। পাহাড়িরা স্বপ্ন দেখে আবার হয়তো কোনো একদিন এই সমতলে মানুষ আসবে। পুলের কান্ডটি পাতা থাকলে সমতলে আসা মানুষেরা পুল দিয়ে হেঁটে পাহাড়ে আসবে। পুনরায় তাদের মধ্যে সুসম্পর্কের বন্ধন তৈরি হবে। তাছাড়া এই সেতু পেরিয়ে সমতলের গঞ্জে এসে তারা তাদের নিজেদের তৈরি করা ফসল বা বাড়িতে পোষা মুরগি, পশু বিক্রি করে সংসারের জন্য বাজার করে নিয়ে যেতে পারবে।

'পিয়ারী সেতু' গল্পে দেখা যায় একসময় মনসুর আলীর বংশধরদের ফেলে যাওয়া গ্রামে নতুন আগন্তুকের প্রবেশ ঘটে। বিষ্ণুছড়ার ডানদিকের সমতল ভূমিতে এসে সংসার বাঁধে সনাতন সরকার ও তার বাষট্টি ঘর স্বজনেরা। একদা তারা তিতাস নদীর তীরে বসবাস করত এবং তিতাসের জলে মাছ ধরত ও নৌকা পারাপার করত। প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা বন্যায় তাদের সমস্ত কিছু ভেসে যায়। একপ্রকার নিঃস্ব হয়ে তারা রাতের অন্ধকারে আশ্রয়ের খোঁজে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে। ঘুরতে ঘুরতে তারা গোমতীর তীর ধরে এই বিষ্ণুছড়ার ডান তীরের সমতল ভূমিতে এসে উপস্থিত হয়। তারপর থেকে সনাতন সরকার ও সুমন্ত রিয়াংদের সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক তৈরি হয়। পূর্বেই তৈরি করা সেতুটিই সমতলবাসী ও পাহাড়ীদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করেছে। তাদের এই সম্পর্কের ভিতকে মজবুত করে তুলতে সনাতন সরকার ও সুমন্ত রিয়াং বদ্ধ পরিকর হয়ে ওঠে। তাই সনাতন সরকার সুমন্ত রিয়াংকে বলে—

> "বিষ্ণুছড়ার উপর গড়া সেতুটি আরও একটু চওড়া হওয়া দরকার।"[৬]

আসলে গল্পকার সেতুটিকে চওড়া ও মজবুত করার মধ্য দিয়ে তাদের এই সম্পর্কটিকে দীর্ঘস্থায়ী ও শক্তিশালী করার ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন। সনাতন ও সুমন্ত প্রথম দিকে বাঁশের মাচার তৈরি সেতু বানায়। কিন্তু পরে তাদেরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় বাঁশের মাচার তৈরি সেতুটি শক্ত কাঠের সেতুতে পরিণত হয়। তখন এলাকার লোক নতুন সেতুটির নামকরণ করে পিয়ারী সেতু।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 47 - 53
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সমতলের সনাতন সরকার ও পাহাড়ের সুমন্ত রিয়াং মাঝে মাঝে পিয়ারী সেতুর কাছে বিশাল অশথ গাছের ছায়ায় এসে বসে। এই অশথ গাছটি লাগিয়ে ছিল মনসুর আলী। মনসুর আলী না থাকলেও এখন গাছটি অনেকটা জায়গা জুড়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে রয়েছে। মাটির কাছাকাছি সমান্তরাল ডালগুলি থেকে নেমে আসা অসংখ্য ঝুড়ি অভিলম্বভাবে মাটিতে গেঁথে গেছে। এই গাছের নিচে বসে সেতুর দিকে তাকিয়ে সনাতন ও সুমন্ত সুখ শান্তি অনুভব করে। এখন তারা দু'জনেই বিষ্ণুছড়ার উপর কংক্রিটের সেতু হওয়ার স্বপ্ন দেখে। লেখকের বর্ণনায়—

> "এরা স্বপ্ন দেখে মৃত্যুর আগে একটি কংক্রিটের সেতু রেখে যাবে। কালজয়ী সেই সেতুর উপর দিয়েই সবাই হাঁটবে। পাহাড় ও সমতল মিলিতভাবে জীবনকে উপভোগ করবে।"[৭]

কিন্তু তাদের এই স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। কেননা গল্পে দেখা যায় ভেলিয়ান ছড়ার উপর আরো একটি নতুন সেতু নির্মাণ করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সেই উদ্যোগ নিচ্ছে কিছু লোভী, স্বার্থপর মানুষ। ভেলিয়ান ছড়ার উপর নতুন পুল হওয়ার সংবাদে সুমন্ত রিয়াং উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। সুমন্তর কাছে এই সংবাদ শুনে সনাতনও চিন্তাই ভারাক্রান্ত। কেননা নতুন পুল বা সেতু তৈরি হলে পিয়ারী সেতু দিয়ে লোক কম যাতায়াত করবে। তাদের স্বপ্নের সেতুর গুরুত্ব কমে যাবে। তবুও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সনাতন সুমন্তকে বলে—

> "ভেলিয়ান ছড়ায় পুল হইলে হইব। আমরা আমাগো পেয়ারী সেতুরে বাঁচাইয়া রাখুম।"[৮]

তারা তাদের ভালোবাসার সেতুটি প্রাণ দিয়ে হলেও নষ্ট হতে দেবে না। লোক পিয়ারী সেতুর উপর দিয়ে কম যাতায়াত করুক না কেন, তাতে তাদের কোনো দুঃখ নেই। আসলে এই সেতুটিই সমতলবাসী ও পাহাড়ি জনজাতিকে একই সুতোই বেঁধে রেখেছে। উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি করেছে। একে অপরের সুখ দুঃখের সাথী হয়ে উঠেছে। এককথায় পিয়ারী সেতুটি শান্তি, সম্প্রীতি ও ঐক্যের প্রতীক।

আলোচ্য 'পিয়ারী সেতু' গল্পে দেখা যায় একদিন গভীর রাতে কিছু দুষ্কৃতি তাদের প্রিয় পিয়ারী সেতুটিকে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়। তার ফলে সেই সময় সেখানকার মানুষজন ও পরিবেশের যে চিত্র ধরা পড়ে তা লেখকের বর্ণনায় স্পষ্ট।

> "সেদিনই গভীর রাতে পর পর তিনটি ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে সমস্ত বনভূমি এবং জনপদ কেঁপে ওঠে। বনের জন্তুরা ভীত হয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। ঘুমন্ত পাখি জেগে উঠে পাকা ঝাপটায়। কিছু পাখি আকাশে ডানা মেলে। জনপদের মানুষগুলো বিহ্বলতা নিয়ে বিছানার উপর উঠে বসে কাঁপতে থাকে। ভাবে, পৃথিবীতে প্রলয় কি আসন্ন?"[৯]

সেই রাতে ধীরে ধীরে বজ্রধ্বনির আওয়াজ একসময় মিলিয়ে যায়। পৃথিবী আবার নিদ্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে। কেবল দু'চোখে ঘুম আসে না সুমন্ত আর সনাতনের। রাতের বাকি কয়েকটা ঘন্টা কাটে তাদের ছটফট করে। তারা দুই জনেই চিন্তা করে কোথায় এবং কি ঘটেছে। সকালে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সুমন্ত ও সনাতন ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। দ্রুত পায়ে হেঁটে যায় পিয়ারী সেতুর দিকে। এই সেতু থেকে বেশ খানিকটা দূরে তারা বারুদের গন্ধ পায়। সনাতন ও সুমন্ত আরও একটু অগ্রসর হয়ে দেখতে পায় তাদের প্রিয় পিয়ারী সেতু মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। বিস্ফোরণের আঘাতে সেতুর দুটি প্রধান খুঁটি ভেঙে গুড়িয়ে গেছে। বিষ্ণুছড়ার জলে কাঠের পাটাতন ছিটকে পড়ে রয়েছে। আবার রেলিংয়ের বিরাট একটা অংশ দুমড়ে মুচড়ে গেছে। এই দৃশ্য দেখে দুই তীরের দুটি মানুষ নির্বাক ও নিস্তেজ হয়ে বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর একে একে পাহাড় ও সমতল থেকে আসা মানুষেরা সনাতন ও সুমন্তকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকল। কিন্তু সুমন্ত ও সনাতন বিস্ফোরণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া পিয়ারী সেতুর উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করলে তাদের স্বজনেরা ধরে রাখে। কারণ যেকোনো মুহূর্তে বিপদ হতে পারে। লেখকের বর্ণনায়—

> "পিয়ারী সেতু এখন নিরাপদ নয়। নিচে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সমতল ও পাহাড়কে ভাগ করে রাখা বিষ্ণুছড়ায় এখন দুরন্ত স্রোত।"[১০]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 47 - 53
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিষ্ণুছড়ার উপর নির্মিত তাদের পিয়ারী সেতুটিকে দুষ্কৃতিরা ভেঙে দিয়েছে। ভগ্ন এই সেতু দিয়ে যাতায়াত করলে বিপদের ঝুঁকি রয়েছে। নিচে পড়ে গেলে আর বাঁচার আশা থাকবে না। কেননা বিষ্ণুছড়ায় প্রচণ্ড স্রোত। স্রোতে কোথায় তলিয়ে যাবে তার ঠিক নেই।

আলোচ্য 'পিয়ারী সেতু' গল্পে দেখা যায় কিছু লোভী, স্বার্থপর, দুষ্টু বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ নিজেদের স্বার্থের জন্য তাদের সকলের ভালোবাসার সেতুটিকে বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। এই দুষ্কর্ম কে বা কারা করেছে তার হদিশ তারা পায়নি। আসলে দুষ্কৃতিরা সেতুটিকে ধ্বংস করে দিয়ে সমতল ও পাহাড়িদের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ ঘটাতে চেয়েছে। কেননা এই সেতুই দুই পাড়ের মানুষকে একত্রিত করে তাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করেছে। বিষ্ণুছড়ার ডান ও বাম তীরের মানুষের মধ্যে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও আনন্দ-বেদনা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তাই রাতের অন্ধকারে এক শ্রেণির স্বার্থপর মানুষ তাদের ভালোবাসার সেতুটিকে বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে সমতলবাসী ও পাহাড়িদের মধ্যে বিচ্ছেদ, ব্যবধান ঘটাতে চেয়েছে। তবে বিস্ফোরণের পরেও সমতলবাসী ও পাহাড়িরা দমে থাকেনি। তারা আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখে। তারা আশাবাদী। পিয়ারী সেতুর ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের ভিতর থেকে কেউ একজন বলে ওঠে —

> "সেতুটারে ভালো কইরা মেরামত করতে হইব।"[১১]

এই কথাগুলি শুনে আর একজন মন্তব্য করে—

> "মেরামতে কাম হইত না। পুরা পুলটা আবার নূতন কইরা বানাইতে হইব।"[১২]

এককথায় তারা ভাঙা জিনিসকে জোড়া দিতে চায় না। নতুন ভাবে আগের থেকে আরও বেশি শক্তিশালী ও মজবুত করে তারা তাদের ভালোবাসার সেতুটিকে পুনরায় নির্মাণ করার স্বপ্ন দেখে। এমনভাবে সেতুটিকে তারা তৈরি করতে চায় যাতে কেউ তাদের প্রিয় সেতুকে বিনষ্ট করতে না পারে। ফলে পাহাড়ি ও সমতলের মানুষের মধ্যে যে আত্মিক সম্পর্ক ছিল তা চিরকালের মতো অটুট থাকবে। কেউ কখনো তাদের এই ভালোবাসার বন্ধনে চিড় বা ফাটল ধরাতে পারবে না।

গল্পকার সুবিমল রায় তাঁর 'পিয়ারী সেতু' গল্পে ত্রিপুরার এক বিশেষ সময়কে তুলে ধরেছেন। গল্পে দেখা যায় বাঙালি জাতি ও উপজাতির মধ্যে যে সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠেছে, তা নষ্ট করতে চেয়েছে কিছু সুবিধাবাদী, লোভী, স্বার্থপর শ্রেণির মানুষ। দুই ভিন্ন জাতি ও উপজাতির সম্প্রীতিতে যে ফাটল তারা তৈরি করেছে, শুধু মেরামত করেই সেই ফাটল সারানো সম্ভব নয়। যারা বাঙালি জাতি ও উপজাতিদের মেলবন্ধন নষ্ট করতে চাইছে, তাদের চিহ্নিত করে সমূলে বিনাশ বা উৎপাটন করে ফেলতে হবে। নইলে যেকোনো সময় তারা আবার জেগে উঠবে এবং পুনরায় একই কাজ করবে। সুযোগ সন্ধানী, লোভী, স্বার্থপর শ্রেণির মানুষ নিশ্চিহ্ন হলে তবেই বাঙালি জাতি ও উপজাতির মধ্যে আগের মতো শান্তি ও ভালোবাসার বন্ধন অটুট থাকবে। কেউ কখনো তাদের সম্প্রীতির বন্ধনকে ছিন্ন করতে পারবে না।

Reference:

১. রায়, সুবিমল, 'যাত্রী', আগরতলা, ত্রিপুরা, স্বাগতম প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০০৩, পৃ. ১৪
২. তদেব, পৃ. ১৫
৩. তদেব, পৃ. ১৭
৪. তদেব, পৃ. ১৭
৫. তদেব, পৃ. ১৭
৬. তদেব, পৃ. ১৭
৭. তদেব, পৃ. ১৮
৮. তদেব, পৃ. ১৮
৯. তদেব, পৃ. ১৮
১০. তদেব, পৃ. ১৯

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 04
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 47 - 53
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১১. তদেব, পৃ. ১৯
১২. তদেব, পৃ. ১৯

Bibliography:

দেবনাথ, মৃনালকান্তি : 'ত্রিপুরার কথা সাহিত্য', নানা প্রসঙ্গ, আগরতলা, ত্রিপুরা, তুলসি পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১৬
পাণ্ডা, অগ্নিমিত্রা : 'উত্তর পূর্ব ভারতের বাংলা ছোটগল্প চর্চা বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ', কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ২০১৯
ভট্টাচার্য, শ্যামল : 'ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্য', ত্রিপুরা, স্রোত পাবলিকেশন, প্রকাশ ২০১৭
রায়, সুবিমল : 'যাত্রী', আগরতলা, ত্রিপুরা, স্বাগতম প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০০৩